গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-১০(১)কাস-১/৯১/১০৯(১-১৩) তারিখঃ ২২-০৩-২০০৬।

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে পণ্য আমদানি এবং বাংলাদেশ হতে মূল্য পরিশোধ করে বাৎসরিক অনধিক ২৫,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে।

সূত্র ঃ **১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১০(১)কাস-১/৯১(অংশ-১)/৬৩ তাং ঃ ২০-০২-২০০০।**
২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১০(১)কাস-১/৯১/১০৯(১-১৩) তাং ঃ ২২-০৩-২০০৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি তাঁর সদয় মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো।

০২। সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধ করে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে বোর্ডের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে জানিয়ে দেয়া হয়। সম্প্রতি অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সূত্রোক্ত পত্রে উল্লিখিত বোর্ডের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। অনুরূপ আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষিত মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে ব্যাপকভাবে কম দেখানো হচ্ছে। এছাড়া, ঋণপত্র ব্যতিরেকে **Letter of Credit Authorization (LCA) Form** এর মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মার্কিন ডলার এর মূল্য-সীমার হিসাবও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। এর ফলে একদিকে শুল্কায়ন পর্যায়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব সংরক্ষণ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

০৩। সরাসরি মূল্য পরিশোধিত পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়ন জটিলতা নিরসণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

(ক) আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭.৭ মোতাবেক "সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি– শুধু প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীর নামে প্রেরণ করা যাইবে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা আমদানি সংক্রান্ত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি বা আমদানি পারমিট প্রয়োজন হইবে না। এইক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হিসাবে ঐ দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে"। উক্ত প্রত্যয়ন পর্যালোচনা করে সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার পর শুল্কায়ন সম্পাদন করতে হবে।

(খ) আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭.৪.২ মোতাবেক "ঋণপত্র না খুলে **LCA Form** এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হইতে মূল্য পরিশোধ করিয়া বাৎসরিক অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার মার্কিন) ডলার মূল্যের যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি"। কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যে

কোনো আর্থিক বৎসরে যাতে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার মূল্য-সীমার অধিক পণ্য আমদানি করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে শুল্কায়ন করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, এ আদেশ কঠোরভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গ্রহণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, একই বিষয়ে বোর্ড হতে ইতঃপূর্বে জারীকৃত সূত্রোক্ত পত্র নং যথাক্রমে ১০(১)কাস-১/৯১(অংশ-১)/৬৩ তারিখঃ ২০-০২-২০০০ এবং ১০(১)কাস-১/৯১/১০৯(১-১৩) তারিখঃ ২২-০৩-২০০৬ বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(সৈয়দ গোলাম কিবরীয়া)
প্রথম সচিব(শুল্ক নীতি ও বাজেট)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় ঃ সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭ পর্যালোচনা এবং ছাড়পত্র (IP/CP) জারীকরণ প্রসংগে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ০৫-০৪-২০০৬ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী এর সভাপতিত্বে বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে (৫ম তলা, কক্ষ নং-৫৩৪) আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৫ ও ৭.৭ এর অধীনে পণ্য আমদানি এবং ছাড়পত্র **(IP/CP)** জারীকরণ প্রসঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা **'পরিশিষ্ট-ক'** তে দেখানো হলো।

০২। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭.৫ এর অধীনে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদান, অনুচ্ছেদ-৭.৭ অনুযায়ী সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি, এগুলোর শুল্কায়ন ও পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিদেশে কিভাবে মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে সে সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনার অনুরোধ করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, আমদানি নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৭.০ এ বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বিধৃত আছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক **LC/LCA** ব্যতিরেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান আমদানি রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ছাড়পত্র **(IP/CP)** ইস্যু করায় বিদ্যমান আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে কীনা এবং আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ৭.৫.৭ এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে কিনা তাও আলোচনা করতে তিনি অনুরোধ জানান।

০৩। সভায় আলোচনাকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোহাম্মদ আলী পাটোয়ারী সভাকে জানান যে, নতুন প্রণয়নীয় আমদানি নীতি আদেশে সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি আরও সুনির্দিষ্ট করা হচ্ছে। সভায় আলোচনা হয় যে, অনুচ্ছেদ-৭.৭ এর বিধান যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছে

এমন প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রধান আমদানি রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের নাম উল্লেখ করে "বাংলাদেশ হইতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন নাই" মর্মে উল্লেখপূর্বক আমদানি পারমিট ইস্যু করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ-৭.৭ এর বিধান সঠিকভাবে পালন না হওয়ায় একদিকে বিদ্যমান আমদানি নীতি লংঘিত হচ্ছে অন্যদিকে **CCI&E** কর্তৃক ইস্যুকৃত **ওচ** এর কারণে বিদেশে কিভাবে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আমদানি রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে যে কোন ধরণের এবং যে কোন মূল্যমানের পণ্য যা **LC** বা **LCA Form** ব্যতীত কিংবা সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধ ব্যতীত আমদানি হচ্ছে তার খালাসের জন্য আমদানি পারমিট **(IP)** ইস্যু করা হচ্ছে। ফলে বিদেশে কোটি কোটি টাকা কীভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে তা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। তছাড়া, উল্লিখিত **IP/CP** এর বিপরীতে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে আমদানিযোগ্যতার বিষয়ে বিনাপ্রশ্নে পণ্যচালান খালাস দিতে হচ্ছে। এতে করে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে পণ্য আমদানি উৎসাহিত হচ্ছে যদিও এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে **The Foreign Exchange Regulation Act, 1947** এর বিধান লংঘিত হচ্ছে। এছাড়া, হুন্ডি ও **Money Laundering** তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শুল্কায়নে জটিলতা সৃষ্টি সহ রাজস্ব আদায়ে বিরূপ প্রভাব পড়ছে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

০৪। সভায় উল্লিখিত বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়, যথা ঃ–

(ক) আমদানি নীতি আদেশ মোতাবেক **CCI&E** আমদানি পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে **Import Permit (IP)** এবং আইন ভঙ্গজনিত কারণে পণ্য আটক ও তা খালাসের ক্ষেত্রে **Clearance Permit (CP)** ইস্যু করবে।

(খ) বর্তমানে যে সকল পণ্যচালান **LC/LCA** ব্যতীত আমদানি হচ্ছে সে সকল চালানের ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশে এবং **Foreign Exchange Regulation Act** এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধের বিষয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রমাণপত্র সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক দাখিল করতে না পারলে সেক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন **(Customs Act, Foreign Exchange Regulation Act, Anti Money Laundering Act, Import Policy Order)** ভংগের দায়ে আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুরূপ পণ্য চালানের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তাকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(গ) কোন পণ্যচালান আমদানির ক্ষেত্রে হুন্ডি বা **Money Laundering** সংঘটিত হয়েছে প্রতীয়মান হলে সেক্ষেত্রে **Anti Money Laundering Act** মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং **CCI&E** উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে **Import Permit (IP)** এবং **Clearence Permit (CP)** প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং সম্পূর্ণ আইনানুগ না হলে তা প্রদান থেকে বিরত থাকবে। এছাড়াও **IP/CP** নিয়ে যাতে কোন অস্পষ্টতার সুযোগ না থাকে সে লক্ষ্যে **IP/CP** এর বিদ্যমান **Format** নতুন করে প্রণয়নের ব্যবস্থা নেবে।

<u>বাস্তবায়নে</u> ঃ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ এবং **CCI&E.**

০৫। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(খায়রুজ্জামান চৌধুরী)
চেয়ারম্যান।